সরকারী বদ্ধ জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারার আবেদন

১। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি এর নাম ও ঠিকানাঃ

২। যে সরকারী জলমহালের জন্য বন্দোবস্ত/ইজারার আবেদন করা হয়েছে সে জলমহালের নামঃ

৩। জলমহালের বিবরণ/তফসিলঃ

জেলা-নওগাঁ, উপজেলাঃ

মৌজা:

খংনং দাগনং পরিমাণ

০৪। সংগঠন/সমিতির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও তারিখঃ-
(রেজিস্ট্রেশন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন পত্র সংযুক্ত করতে হবে)

০৫। সংগঠন/সমিতির গঠনতন্ত্রঃ সংযুক্ত হ্যাঁ ☐ না ☐

০৬। নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা (ছবিসহ) এবং সভার কার্যবিবরণীঃ

সংযুক্তঃ হ্যাঁ ☐ না ☐

০৭। সদস্যদোর নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) এবং নির্বাচিত নির্বাহী/কার্যকরী কমিটির তালিকা (ঠিকানাসহ)

সংযুক্তঃ হ্যাঁ ☐ না ☐

০৮। জলমহালের মৎস্যচাষ/উৎপাদন সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রুপরেখাঃ

সংযুক্তঃ হ্যাঁ ☐ না ☐

০৯। ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেটঃ

১০। অডিট রিপোর্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১১। টি আই,এন নম্বর(যদি থাকে)
(উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন পত্র সংযোজন করতে হবে ।

১২। ইতোপূর্বে কোন জলমহাল ইজারা নিয়েছে কি-না, কোন রাজস্ব পাওনা বকেয়া আছে কি-নাঃ-

১৩। আবেদনকারী সংগঠন/সমিতির সার্টিফিকেটমামলা/অন্য কোন আদালতে কোন মামলা আছে কিনা, মামলা থাকলে বর্তমান অবস্থা কি ঃ

১৪। আবেদন ফি (অফেরতযোগ্য)ঃ ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ।

নগদ: তারিখ ঃ

(২০.০০ একরের উর্ধ্বের জলমহালের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং ২০.০০ একর পর্যন্ত জলমহালের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরে তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সংযুক্ত করতে হবে)

১৫। জামানত (সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী) ঃ

পে–অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট নম্বর: তারিখঃ

(২০.০০ একরের উর্ধ্বের জলমহালের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং ২০.০০ একর পর্যন্ত জলমহালের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরে তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সংযুক্ত করতে হবে)

উপরোক্ত বর্ণনা সঠিক ও সত্য । কোন তথ্য ভুল বা মিথ্যা প্রমাণিত হলে আমার/আমাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে । জলমহালটি আমাদের অনুকূলে..... থেকে .....সনের জন্য ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের অনুরোধ করছি ।

সংযুক্তিঃ.....ফর্দ ।

জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর, নামসহ তারিখ ও সীল

আবেদনকারীর স্বাক্ষর, নাম ও সীল